



166106 - বীর্য ও কামরসেরে বশৈষ্টিগত পার্থক্য

প্রশ্ন

আমি কভাবে বীর্য ও কামরসেরে মাঝে পার্থক্য করতে পারি? সটো কগন্ধেরে মাধ্যমে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

বীর্য ও কামরস (মনী ও মযা) এর মাঝে মটৌকি তনিটী পার্থক্য রয়ছে:

১। বীর্য সবগে ও শক্তি দিয়ে বের হয়। পক্ষান্তরে, কামরস কোন গতি ছাড়া বের হয়। কখনও কখনও এটি বের হওয়ার সময় মানুষ টরেও পায় না।

২। বীর্য হচ্ছ- সাদা, ঘন, গাঢ় তরল। এর গন্ধ গাছেরে মঞ্জুরী বা ময়দার খামরিরে মত। পক্ষান্তরে, কামরস হচ্ছ- স্বচ্ছ, পাতলা, পচ্ছলি তরল; এর কোন গন্ধ নহে।

৩। বীর্য বের হওয়ার পর যটন নসিতজেতা আসে। পক্ষান্তরে, কামরস বের হওয়ার পর এরকম কোন নসিতজেতা আসে না।

ইমাম নববী তাঁর 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (২/১৪১) বলেন:

“এ তনিটী বশৈষ্টিগেরে যে কোন একটি পাওয়াই বীর্য সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট; তনিটী একত্রে পাওয়া শর্ত নয়। যদি এ তনিটী শর্তেরে কোনটি পাওয়া না যায় তাহলে সটোকৈ বীর্য বলে হুকুম দয়ো হবে না।”[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (৪/১৩৮) এসছে-

বীর্য হচ্ছ- গাঢ় সাদা পানি। এটি পুরুষাঙ্গ থেকে সবগে সুখানুভূতির সাথে বের হয়। এটি বের হওয়ার পর মানুষ যটন নসিতজেতা অনুভব করে। সঠিকি মতানুযায়ী বীর্য পবতির। ধুয়ে ফলো কথিবা খসে ফলোর মাধ্যমে বীর্য থেকে কাপড়-চোপড় পরস্কার করা মুস্তাহাব। কটে বীর্যপাত করলে তার ওপর গোসল ফরয হয়; সটো সঙ্গমেরে কারণে হোক কথিবা স্বপ্নদোষেরে কারণে হোক। আর যদি রোগেরে কারণে কথিবা তীব্র ঠাণ্ডার কারণে সুখানুভূতি ছাড়া বীর্য বের হয় তাহলে গোসল ফরয হবে না; শুধু ওজু ফরয হবে।



কামরস হচ্ছ- পাতলা ও পচ্ছলি পানি। এটি স্ত্রীর সাথে শৃঙ্গারে লপ্ত হওয়ার মাধ্যমে পুরুষাঙ্গ থেকে বরে হয় কংবা সঙ্গম নিয়ে চন্িতা করলে বরে হয়; তবে এটি সবগে বরে হয় না এবং এটি বরে হওয়ার পর নসিতজেতা আসে না।

ওদ হচ্ছ- গাঢ় সাদা রঙের পানি; যা প্রস্রাবের পর পুরুষাঙ্গ থেকে বরে হয়। এটি অপবতির। এটি বরে হলে ওজু ফরয হয়।

আরও জানতে দেখুন 99507 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহাই ভাল জাননে।